সাতদিন

১৬ মে : পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার চরকাজল এলাকায় লঞ্চডুবির ঘটনায় ৩১টি লাশ উদ্ধার হয়।

র‍্যাবের ক্রসফায়ার থেকে রায়ের বাজারে যুবক মিজান ও নাসিম বেঁচে গেছে।

১৭ মে : আওয়ামী লীগ নেতা আইনজীবী খোরশেদ আলম বাচ্চু আদালতে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত।

যমুনা নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চডুবি হয়। লঞ্চে যাত্রী ছিল ২৫০ জন।

১৮ মে : আওয়ামী লীগ নেতা হত্যার প্রতিবাদে আজ ঢাকায় হরতাল, হরতালে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের পাল্টা ধাওয়া, টানাহেঁচড়া ও ধরপাকড়ও হয়।

বিল না দেয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হয়। ফলে হাসপাতাল ৪ ঘন্টা অন্ধকারে ছিল।

১৯ মে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই উপদলের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয় ৫০ জন।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া উপজেলায় ঝড়ে দুই শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়।

২০ মে : আওয়ামী লীগের আহ্বানে সারাদেশে হরতাল। হরতালের কারণে এইচএসসিসহ আজকের সব পরীক্ষা স্থগিত।

২১ মে : পুলিশের বাধা সত্ত্বেও আগ্রাবাদের চেম্বার কার্যালয়ের ব্যবসায়ীদের প্রতীকী মানবব ন্ধন হয়।

মহাসড়কে ডাকাতির প্রতিবাদে এই মানব বন্ধন হয়।

খুলনাবাসীর দীর্ঘ প্রত্যাশিত রূপসা নদীর ওপর নির্মিত খান জাহান আলী সেতু চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়।

২২ মে : মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জনের প্রাণহানি হয়।

রাজধানীর ফকিরাপুল এলাকায় একটি আবাসিক হোটেল থেকে দেড় কোটি টাকা মূল্যের কোবরা সাপের বিষসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আওয়ামী লীগের অযৌক্তিক হরতাল

বিপাকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা

আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু হত্যার প্রতিবাদে গত ২১ মে দ্বিতীয়বার হরতাল ডাকা হয়। এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতাল চলাকালে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মিছিলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এবারের হরতালে পুলিশের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের মহিলা কর্মীরা। প্রথমবারের মতো পুলিশ হরতালকারীদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধ হয়। অযৌক্তিক এ হরতাল সাধারণ মানুষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিথিলভাবে পালিত হয়। চিরাচরিত দৃশ্যের বাইরে নতুন কিছু পাওয়া যায়নি। পার্টি অফিসের সামনে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে মতিয়া চৌধুরী, মায়া চৌধুরী, আজম, নানকের আস্ফালন, ছাত্রলীগ নেতাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে বেসরকারি তিন টিভি চ্যানেলে মুখ দেখানো অভিনয়। রাস্তায় মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলা লীগের নেতা-কর্মীদের পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মতিঝিল অফিসপাড়ায় রায় রমেশের নেতৃত্বে শ্রমিক লীগের মিছিল এবং পুলিশি ধাওয়ায় ছত্রভঙ্গ হওয়া হরতাল পালন বলা যায় না। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার পাঁচ বছরে কর্মীরা নেতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্ষমতার সুদিনে কর্মীদের পাশে না রাখায় তারা নেতাদের বিশ্বাস করে না। মিছিল করতে নেতারা এগিয়ে এলে কর্মীরা পেছনে থাকে না। এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে এবারের হরতালে বেশির ভাগ নেতার উপস্থিতি দেখা যায়নি। দলের মূল প্রভাবশালী কোনো নেতাই কোনো দিন হরতালে জনগণের পাশে থাকেন না। নেতাদের এ লুকোচুরি খেলা পুলিশ বুঝতে পেরে হরতালকারীদের পিটিয়ে রাস্তাছাড়া করে। এবারের অযৌক্তিক হরতাল আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের সংকট আরো প্রকোট করে তুলেছে। হরতালের কারণে এইচএসসি পরীক্ষার দুটি বিষয় স্থগিত হয়েছে। বিপাকে পড়েছে পরীক্ষার্থীরা।